STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

জুলাই ২০১৮
নবপর্যায় ৬৩
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ। বিক্ষোভ মিছিল শেষে কর্মসূচির সমাপ্তি বক্তব্য রাখছেন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দেব, পাশে সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি: পরিষদ বার্তা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবিতে সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপের দাবিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বানে গত ২৭ জুলাই ঢাকাসহ সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল-পূর্ব সমাবেশে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও এবং ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক সংশোধনী এলেও আজ পর্যন্ত ভুক্তভোগী মালিকদের কেউ তাদের সম্পত্তি ফেরত পায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পার্বত্য ভূমিবিরোধ অবসানের মাধ্যমে পার্বত্য শান্তিচুক্তির যথার্থ বাস্তবায়নে যে অশুভ মহল বাধা সৃষ্টি করে চলেছে, সেই চক্রান্তকারী মহল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ভূমির মালিকদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় একই পথ গ্রহণ করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি হিসেবানুযায়ী 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন ট্রাইব্যুনালে ১ লক্ষ ৬২ হাজার দায়ের হলেও এ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালে নিস্পত্তি হয়েছে মাত্র ১০ হাজার। ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত 'ধীরগতি' অব্যাহত থাকলে ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের আবেদনের সুরাহা হতে আরো অর্ধশত বছর তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, আপিল ট্রাইব্যুনালে নিস্পত্তির পর ভূমির প্রকৃত মালিকদের আইন অনুযায়ী প্রত্যর্পণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টে রিট করার উছিলায় বছরের পর বছর ধরে তারা আইনের প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠি প্রদর্শন করে এসেছে। গত ৩ এপ্রিল এ পৃষ্ঠা ৩

ইমরান নিয়াজীর উত্থান : পাঁকচক্রে পাকিস্তান

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম তারকা পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অর্জনের প্রধান নায়ক ইমরান আহমেদ খান নিয়াজী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুরশীতে বসতে চলেছেন এগার আগস্ট। শোনা যায় তিনি খুনী জেনারেল নিয়াজীর ঘনিষ্ট আত্মীয় তথা ভাতিজা। বাংলাদেশের জনগণ এই সত্য উদ্ঘাটনে বিচলিত হকচকিত হতেই পারেন। বাংলাদেশের রক্ত আগুন আর অশ্রুর মোড়কে-মোড়া ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ নর নারী শিশু হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতনের খল নায়কদের নাম ছিল রাও ফরমান আলী, জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল টিক্কা খান। যতদিন রক্ত সাগর পাড়ি দেওয়া মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবে ততদিন এই খুনী ত্রয়ীদের দেশবাসী ঘৃণার সাথে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে উক্ত খুনী ত্রয়ীদের ওস্তাদ জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে। যে খুনী-শ্রেষ্ঠ-র মুখমণ্ডলের স্কেচ এঁকে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা শিল্পী কামরুল হাসান শিরোনাম দিয়েছিলেন একটি ঘৃণা-উৎসারিত বাক্যে 'এই নরপশুকে হত্যা কর।'

বাংলাদেশের জনগণের স্মৃতি-জাগানিয়া বেদনা-বিধুর অধ্যায়টি উন্মোচিত হবে খুনী নিয়াজীর ঘনিষ্ঠস্বজন ইমরান আহমেদ খান নিয়াজীর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা-দৃষ্টে। যতদিন মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত একজন সন্তানও বেঁচে থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম খুনী নিয়াজী-স্বজনকে তাঁর পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য মার্জনা চাইতে হবে অবশ্যই। অন্যথায় একদা ক্রিকেটের বরপুত্র সদ্য-নির্বাচিত পাক প্রেসিডেন্ট ইমরান খানকে খোশ আহমেদ জানাতে পারে না কোনো বঙ্গসন্তান তথা দেশবাসী। বারান্তরে আসি। পাকিস্তানের সদ্য-সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে ক্রিকেটার ইমরানের কপাল খুলেছে যে কারণে তাও বাংলাদেশের জনগণের জন্য উৎকণ্ঠার কারণ সাফ সাফ বলি। যে পাক সেনাবাহিনী বিগত ৭১ বছরের মধ্যে পৃষ্ঠা ৪

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের নিন্দা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। গত ১৪ জুলাই সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ অবসানের মাধ্যমে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে যে অশুভ মহল বাধা সৃষ্টি করে আসছে, সেই চক্রান্তকারী মহলটিই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে ভূমির প্রকৃত মালিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও একইভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, এই ষড়যন্ত্র রুখতে ঐক্য পরিষদ ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং এরই অংশ হিসেবে আগামি ২৭ জুলাই সারাদেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সকল সংগঠনের সমন্বয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকায় এই সমাবেশ হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত মূল বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ। পৃষ্ঠা ৫

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। ছবি : পরিষদ বার্তা

‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতোই সংখ্যালঘুদের রক্ষায় যুদ্ধ চাই’

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে প্রধান অতিথি আরো বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটে জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে অর্ধেকের বেশী আসনে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়। তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য ৬০টি আসন সংরক্ষণের দাবিসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাউফল উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জীবন কৃষ্ণ সাহা, উপজেলা ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক অধীর রঞ্জন দাস, উত্তম কুমার গাঙ্গুলী, জিতেন্দ্র চন্দ্র রায়, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অতুল চন্দ্র পাল, বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মনিরুল ইসলাম, জগদীশ চন্দ্র বণিক, রতন কুমার বণিক, শিল্পী রানী বিশ্বাস, সুভাষ দাস, শিবানন্দ বণিক এবং বাউফল উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

নির্বাচনের পূর্বাপর

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আগামি নির্বাচন জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় অতীতের অভিজ্ঞতার কারণে। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি, তারা আশ্বাসও দিয়েছে। কিন্তু এরকম আশ্বাস আমরা পূর্বেও পেয়েছি। আপনারা দেখেছেন, ২০০৮ সাল ছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আর কখনও নিরাপদে ভোট দিতে পারেনি। এই কারণে আমরা পাঁচ দফা দিয়েছি। তিনি বলেন, জাতিকে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারবে না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঢাকা মহানগর ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ভাগে বিভক্ত এবং ছাত্র ও যুব আলাদা করা হয়। যুব ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অমিতাভ বসাক বাপ্পি ও সজিব দে এবং ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্যামল দেবনাথ ও বিশ্বজিৎ দাস লাবু।

শোক সংবাদ

মনিকা ভৌমিক

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক-এর সহধর্মিণী মনিকা ভৌমিক গত ৯ জুলাই রাত সাড়ে এগারোটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায় সহ সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পুতুল রানী হাজারী

চট্টগ্রাম মহানগরীর ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড কাউন্সিলর, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা এবং অভয়মিত্র মহাশশ্মানের সভাপতি জহর লাল হাজারীর মা পুতুল রানী হাজারী (৭৫) সোমবার রাত ১:৪০ মি. চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দেব, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদার ও মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি উত্তম কুমার শর্মা, সাধারণ সম্পাদক রিমন মুহুরী, মহানগরের সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ দাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড রুবেল পাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত ছবি : পরিষদ বার্তা

সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্র যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান

॥ চট্টগাম প্রতিনিধি ॥

গত ১২ জুলাই চট্টগ্রামে মোমিন রোডস্থ বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশন এর মৈত্রী ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার বর্ধিত সভা সংগঠনের আহ্বায়ক উত্তম শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব রিমন মুহুরী। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক-এর সহধর্মিণী মনিকা ভৌমিকের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পবিত্র গীতা ও ত্রিপিঠক পাঠ করেন রয়েল নন্দী ও বিশ্বজিৎ বড়ুয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত। তিনি ভাষণে বলেন, সমঅধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে হবে। সাংবিধানিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রুবেল পাল। আরও বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড. জনি দে, নূপুর দাশ, বিপ্লব শর্মা শিমুল, কৃষ্ণ বণিক, প্রকৌশলী পিকলু শীল, মিন্টু আচার্য, অমিতাভ দাশ রনি, সুব্রত বড়ুয়া বন্ধন, রয়েল নন্দী, অনুপ দাশ, জগদীশ রুদ্র, জুয়েল শর্মা, বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, লিটন নাথ, বাদল শীল, অভিজিৎ শীল, রঞ্জন ধর, সুমন নাথ, রাজীব চন্দ্র পাল, শ্যামল রায় প্রমুখ।

আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে সমবেত নেতৃবৃন্দ ও সুধীজন ছবি : পরিষদ বার্তা

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের ডাক

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে বৈশ্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশে আজ মানবতা বিপন্ন। তিনি আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন আইরিস স্কলার এমন জে ব্রেনান। তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা করেন বিস্তারিত ভাবে।

আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের সভাপতি সমীর কুমার ধর বক্তব্যে তুলে ধরেন যে, রাষ্ট্রের অবস্থান সবার উপরে এবং ধর্ম যথা যার যার ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে এবং বিদ্বেষ তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে সকল ধর্ম-মত নির্বিশেষে রুখে দাঁড়াতে হবে। কোন একটি বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই। কেবলমাত্র একটি ধর্মকে প্রাধান্য দিলে এর উগ্রতা তৈরি হয়।

সভায় দুরালাপনির মাধ্যমে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন ইউরোপীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি অমরেন্দ্র রায়। তিনি প্রথমেই আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদকে শুভেচ্ছা জানান, এরপর সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের করণীয় বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভূতপূর্ব কোন সরকারই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষাসহ নিরাপত্তার ব্যাপারে কাজ করে নাই, তাই সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ হয়েই সকল দাবি দাওয়া আদায় করতে হবে।

সভায় টেলিফোনযোগে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অতীতের মতোই আসন্ন নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুরা শংকিত, উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে সরকার ও রাজনীতিকদের ভূমিকা দেখতে চায় সংখ্যালঘুরা।

সভায় আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্তা, সাধারণ সম্পাদক দীপন পুরকায়স্থ, শুভংকর দেওয়ান, বাপ্পি সাহা, মৃদুল কান্তি পাল, কাকলি বসাক, অলক সরকার, বরুণ কর্মকার এবং সঞ্জয় মজুমদার বক্তব্য রাখেন। অতিথিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মাহেশ বাবু, এডউইন সানি। আয়ারল্যান্ড আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ইকবাল আহমেদ লিটন এবং ডাবলিন আওয়ামী লীগের সম্মানিত ফিরোজ হোসেন।

আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আহমেদ লিটন বলেন মানবতাবোধ আমাদের সকলের জন্য দরকার। ফিরোজ হোসেন বলেন যে, আমি আয়ারল্যান্ডে একজন সংখ্যালঘু, আমি যদি আয়ারল্যান্ডে সমঅধিকার পাই তাহলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেন বাংলাদেশে পাবে না?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি আয়ারল্যান্ড শাখার সভাপতি উক্ত অনুষ্ঠান উপস্থিত না হতে পারার জন্যে দু:খ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের সভায় থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপনসহ আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদকে শুভেচ্ছা জানান।

সভার শেষ পর্যায়ে প্রশ্ন এবং উত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিনিধি এবং আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবিতে সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে ইতিবাচক পরিপত্র আইন মন্ত্রণালয় থেকে জারির পর গত ২৫ এপ্রিল ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে এ পরিপত্রের আইনি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উপসচিব ড. ফারুক আহমদের পত্র আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের সর্বশেষ পদক্ষেপ বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

সমাবেশ থেকে অতিসম্প্রতি মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের এক রিট আবেদনে (৮৯৩২/২০১১)প্রদত্ত রায় ও আদেশকে 'যুগান্তকারী' ও 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করা হয় এবং অনতিবিলম্বে এরই আলোকে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মাননীয় এটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রের পক্ষে এ রিট আবেদন নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এর বিরুদ্ধে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় সুপ্রীম কোর্টে লিভ টু আবেদন দায়ের সরকারের ভেতর সরকারের অবস্থানকে গোটা জাতির সামনে দৃশ্যমান করে, যা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক।

সমাবেশ থেকে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামি ৩০ আগস্ট বৃহস্পতিবার সারা দেশে একই দাবিতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ধর্ণা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে অংশ নেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক বাসুদেব ধর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের নেতা জে.এল ভৌমিক, জয়ন্ত কুমার দেব, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, হীরেন্দ্র নাথ সমাজদার হীরু, এ্যাড. কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু, অসীম রায় শিশির, শুভাশিষ বিশ্বাস সাধন (পূজা উদযাপন পরিষদ), এ্যাড. পরিমল গুহ (আইনজীবি ঐক্য পরিষদ), অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি), শংকর সরকার (জাতীয় হিন্দু লীগ), হেমন্ত আই কোড়াইয়া (খ্রিস্টান এসোসিয়েশন), এ্যাড. ডি এন চৌধুরী (ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট), অধ্যাপক ড. অরুণ গোস্বামী ও অধ্যাপক রঞ্জিত নাথ (শিক্ষক ঐক্য পরিষদ), সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য ও অলোকা ঘোষ (মহিলা ঐক্য পরিষদ), সজীব দেব (যুব ঐক্য পরিষদ) প্রমুখ।

চট্টগ্রাম

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তাগণ অবিলম্বে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘু নির্মূলকরণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিটি সরকার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনকে অনেক ব্যবহার করেছে। বর্তমান সরকার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাই বক্তাগণ অনতিবিলম্বে এই আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন। বক্তাগণ বলেন, দেশের মোট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪৫% মানুষ অর্পিত সম্পত্তি আইন দ্বারা নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। দেশের গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি রক্ষায় অর্পিত সম্পত্তি আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের দাবিতে ২৭ জুলাই বিকেলে আন্দরকিল্লাস্থ আর্বাণ সেন্টারে ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর ও দক্ষিণ জেলার বিক্ষোভ সমাবেশ মহানগর কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী'র সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন দুলাল চৌধুরী, বাবুল দত্ত, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, যামিনী রঞ্জন দে, রেবতী মোহন নাথ, কঙ্কন দাশ, মতিলাল দেওয়ানজী, রুমা কান্তি সিংহ, সজল চৌধুরী, সুমন কান্তি দে, ইঞ্জিনিয়ার টি.কে সিকদার, সুকান্ত দত্ত, দেবাশীষ নাহা, ডাঃ রতন নাথ, বিশ্বজিত পালিত, বিকাশ মজুমদার, বাদল চন্দ্র দেবনাথ, অনুপ রক্ষিত, ডাঃ তপন কান্তি দাশ, মৃদুল চৌধুরী, রাজু দাশ হিরু, সুমিত চক্রবর্ত্তী, সুভাষ দাশ, তাপস শীল, রবিশংকর দে, রতন চৌধুরী, কার্তিক বাবু, দুলাল লোধ, ডাঃ অনিল আচার্য, কৃষ্ণকান্ত ধর, এ্যাড. রুবেল পাল, অনুপ দাশ, বাবুল দে, সুধীর তালুকদার, দীপক দেওয়ানজী, রাজু দাশ, সুবল জলদাশ, দেবাশীষ চৌধুরী, অধ্যাপক টিংকু চক্রবর্তী, তাপস চৌধুরী, স্বপন রুদ্র প্রমুখ। বক্তারা বলেন, অবিলম্বে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়িত না হলে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ভোলা

॥ ভোলা প্রতিনিধি ॥ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনায় ভোলায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আয়োজনে সুধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ জুলাই কালীনাথ বাজরাস্থ লক্ষী গোবিন্দ জিউর মন্দিরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে লক্ষী গোবিন্দ রায় জিউর মন্দিরের সাবেক সভাপতি কার্তিক চন্দ্র ভরদ্দাজ-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভোলা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাবেক সভাপতি এ্যাড. রাধেশ্যাম দত্ত। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ভোলা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক আবিনাশ নন্দী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ গোপাল দে, ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা গোপাল সাহা, সাংবাদিক আমিতাভ রায় অপু, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের সভাপতি দুলাল চন্দ্র ঘোষ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি মৃণাল কান্তি দাস, সংগঠনের নেতা মৃত্যুঞ্জয় তালুকদার, ভোলা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক শিবু কর্মকার, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা, পুরোহিত ঐক্য পরিষদের সম্পাদক চন্দ্র শেখর ব্রহ্মচারী, শিক্ষক ঐক্য পরিষদ সহ-সাংগঠনিক শ্যামল রায়, ভোলা সদর উপজেলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রবীর কুমার রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন কর্মকার, যুব ছাত্র ঐক্য পরিষদ চন্দ্র শেখর দে আপন, সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সভাপতি গৌতম গোলদার। বক্তারা বলেন, সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আমরা অর্পিত সম্পত্তি ফিরে পাচ্ছি না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আমাদের কথা ভেবেই অর্পিত সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আইন করেছেন তাই আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটাই দাবি করছি, আপনি একটু নজর দিন, যাতে আমরা নির্বাচনের পূর্বেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছাড়া এ সম্পত্তি ফিরে পেতে পারি।

পৃষ্ঠা ৫

ফেনীতে বিক্ষোভ মিছিল ছবি : পরিষদ বার্তা

সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ ছবি : পরিষদ বার্তা

ভোলায় সুধী সমাবেশ ছবি : পরিষদ বার্তা

ইমরান নিয়াজীর উত্থান : পাঁকচক্রে পাকিস্তান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় অর্ধেক সময়কাল সরাসরি পাকিস্তানের ক্ষমতায় গদিনসীন থেকেছে এবং অপর অর্ধেক কাল পাকিস্তানের মসনদে সেনা-পছন্দের পুতুলদের সরকারে বসিয়েছেন সেই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পাক-পয়মন্ত সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ৭১ এর গণহত্যা-ধর্ষণের জন্য আজও ক্ষমা চায়নি, অনুতপ্ত হয়নি, বিবেক-বিলাপ করেনি । সেই অনুতাপ-বিবর্জিত পাক বাহিনী তথা পাক-জান্তার আশীবাদ-পুষ্ট হয়ে নির্বাচিত-হওয়া ইমরান নিয়াজী পাক প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হলে বাংলাদেশ মোবারকবাদ জানাতে অপারগ হবে এতে দোষণীয় কিছু থাকে না ।

সেনা-প্রভাবিত বিগত পাক নির্বাচনের ব্যাপক অনিয়ম ও হিংসাত্মক ঘটনাবলী এবং অপকর্ম সম্পর্কে সে দেশের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আই,এ রেহমানের ভাষায় 'দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে নোংরা এবং সর্বাধিক নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন' এ মর্মে অভিমত জানিয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন-উঠা প্রায় সকল দল কর্তৃক নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং সেনা প্রভাবের অভিযোগের মুখে নিয়াজী-ভাতিজা যিনি পাক সেনাতন্ত্রের 'নীল চক্ষু বালক' অভিধায় শোভিত হয়েছেন সেই ইমরান নিয়াজী বিজয়ী হয়ে তার প্রথম বক্তৃতায় বলেছেন পাকিস্তানের ইতিহাসে এটি 'স্বচ্ছতম ও সবচেয়ে সুষ্ঠ নির্বাচন'। হায়, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বেঁচে থাকলে পাক সেনাতন্ত্রের নয়ামিত্র ইমরান নিয়াজীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বলতেন 'চিনিল ক্যামনে'। অতপর কথার পেছনে লেজ জুড়ে দিতেন 'শুওরে চিনে কচু'।

নির্বাচনে অনিয়ম ও পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য ফলাফল নিয়ে বিতর্ক হলে আমেরিকান বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত অধ্যাপক আকবর আহমেদের ভাষায় পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলোর ফলাফল প্রত্যাখান পাকিস্তানে নতুন ঘটনা নয়। এর আগের নির্বাচনে ইমরান খান নিয়াজীও ফল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নওয়াজ শরিফের সরকার হটানোর আন্দোলনে নেমেছিলেন । তাঁর মতে নওয়াজের মুসলিম লীগ ও বিলাওয়ালের পিপিপি ইমরানের পিটিআই এর জন্য একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সরকার গঠনের সাথে কোনো বাধা হবে না। ইমরান নিয়াজী সরকার গঠনে কামিয়াব হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠের অভাব দূর্বল ম্যান্ডেটের এই সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিতে পারবে না। ২০০৮ সনের নির্বাচনে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় পিপল্‌স পার্টি নওয়াজের মুসলিম লীগের সমর্থনে সরকার গঠন করেছিলেন। সুতরাং এই দুই দলের মধ্যে সরকার বিরোধী সমঝোতা ও কৌশলগত বিরোধিতার মুখে পড়বে ইমরান নিয়াজীর আগামি সরকার। এটাই হবে ভবিতব্য। প্লেবয় তারকা-খ্যাত ইমরান নিয়াজী উগ্র সাম্প্রদায়িক, নারী বিদ্বেষী এবং নারী অধিকার বিরোধী এবং তালেবান-সমর্থক হিসেবে নিজেকে রাজনীতির মুখেও হাজির করেছেন, তিনবার দারপরিগ্রহ করেছেন, তিনি দলীয় নারী কর্মীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে বারংবার অভিযুক্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম তাকে 'তালেবান খান' নামে অভিহিত করে। খাইবার পাকতুনখাওয়ায় তাঁর নেতৃত্বধীন প্রাদেশিক সরকার তালেবান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হাক্কানিয়া মাদ্রাসাকে ৩০ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়ে তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হন। কট্টর ইসলামপন্থী সামাজিক অর্থনৈতিক নীতির পক্ষে তাঁর অবস্থান গ্রহণের জন্য নারী অধিকার সংগঠনগুলি তাঁর সমালোচনায় মুখর।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের দীর্ঘকালীন কোনঠাসা অবস্থানের অবসান ঘটাতে তিনি অপারগ অক্ষম হবেন তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কার্যত চীন ব্যতীত অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য দেশ পাকিস্তানের পাশে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সামরিক ও উন্নয়ন সহায়তার সিংহভাগের প্রাপক পাকিস্তানের সাথে মার্কিন সম্পর্ক সর্বনিম্ন তলানীতে পৌঁছেছে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে । এছাড়া চিরশত্রু ভারতে জঙ্গি হামলায় রাষ্ট্রীয় মদতদানের অভিযোগ এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিচারে অক্ষমতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক তলানীতে নামে। এ সম্পর্ক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ইমরান নিয়াজীর জন্য খুব সহজ নয়।

সর্বোপরি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারতের সাথে সাবেক ক্রিকেট তারকা প্রেসিডেন্ট ইমরান নিয়াজীর সম্পর্কোন্নয়ন চেষ্টা যে সুকঠিন হবে তা প্রকাশিত হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মণিশংকর আয়ারের কথায়। তিনি লিখেছেন– ইমরান যে কাশ্মীর প্রশ্নে জাতিসংঘে যাওয়ার আওয়াজ তুলেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, তিনি সিমলা চুক্তির কথা ভুলে গেছেন– যে চুক্তিতে উভয় দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে এই মর্মে যে, তারা কাশ্মীর সমস্যা দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমাধান করবেন। দুষ্টজনে টিপ্পনী কেটে বলতেই পারেন, সিমলা চুক্তি ইমরান নিয়াজী যে পড়েছেন তা কে বলতে পারেন হলপ করে?

২৬ বছর পূর্বে ক্রিকেটে যিনি বিশ্বকাপ জেতেন সেই ক্রিকেটার ইমরান পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সামরিক জান্তার নব্যপুতুল হয়ে বিশ্বজয়ী রাষ্ট্রনায়ক হবেন তা আশার বিপরীতে আশাই হয়ে থাকবে কি? দুষ্টজনেরা বলতে পারেন, যে ব্যক্তি তিন তিনবার পরিবারে– সংসারে ভাঙন ঠেকাতে অসমর্থ হলেন তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রটির তরিক্কী ও হেফাজতে সফল ও সক্ষম হবেন কি না তা হবে মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

লেখক : সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ ও সভাপতিমণ্ডলির সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

বি চি ন্তা

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব

॥ আলতাফ পারভেজ ॥

[লেখাটি পাকিস্তানে নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো প্রাসঙ্গিক। তাই পুনর্মুদ্রিত হলো।-সম্পাদক]

পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যমেও আলাপ-আলোচনা, প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে। যদিও এসব পর্যালোচনা ও প্রতিবেদনে মুখ্য চরিত্র হয়ে আছে নওয়াজ শরিফ, ইমরান খান, বিলাওয়াল ভুট্টো কিংবা বড়জোর দেশটির ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী। নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের একমাত্র শর্ত নয়, তবে বড় এক শর্ত। বিশেষত কোনো দেশের নির্বাচনে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কতটা অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য কী ব্যবস্থা আছে সেখানে- সেটা অবশ্যই গণতন্ত্রের শর্ত হিসেবে মনোযোগ দাবি করে। এই সূত্রেই পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিতে নজর দেওয়া যায়।

বর্তমান পাকিস্তান যেসব অঞ্চল নিয়ে টিকে আছে, ১৯৪১-এর শুমারিতে তাতে অমুসলিম সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৯ লাখ। বলাবাহুল্য, ১৯৪৭ সালে এই হিসাব পুরোই ওলট-পালট হয়ে গেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের শুমারি তথ্য নিয়ে দেশটিতে বিতর্ক আছে; তার আলোকে ৩ শতাংশের কিছু বেশি অমুসলিম রয়েছে পাকিস্তানে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আহমদিদেরও 'অমুসলিম' ধরা হয় বলে এই হিসাব প্রায় ৪ শতাংশ উল্লেখ করা যায়। দেশটিতে খ্রিস্টান রয়েছে প্রায় ৩০ লাখ, হিন্দু প্রায় ৩৩ লাখ, বৌদ্ধ ও শিখ রয়েছে প্রায় এক লাখ করে। আর আহমদি রয়েছে প্রায় ২০ লাখ।

প্রায় ২১ কোটি জনসংখ্যার পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পরিসংখ্যানের হিসাবে সামান্যই। তবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবারের নির্বাচনে এইরূপ হিসাব-নিকাশ আরও বেশি। কারণ পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী পিপলস পার্টি ও মুসলিম লীগের মাঝে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইমরান খানের পিটিআই।

'রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন পাকিস্তানস ইলেকশন' নামে এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটিতে ২০০২ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে ৬০ থেকে ৮০টি আসনে বিজয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীর ভোটের ব্যবধানের চেয়ে ওইসব স্থানে সংখ্যালঘু ভোটার বেশি ছিল। অন্তত ৯৮টি আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট রয়েছে ১০ হাজারের বেশি সংখ্যায়। ২৪টি আসন রয়েছে, যেখানে তাদের ভোটসংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। তবে গবেষণার সংখ্যাতত্ত্বে 'গুরুত্বপূর্ণ' হলেও বাস্তব রাজনীতি ও সমাজ জীবনে সংখ্যালঘুরা সেখানে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামেই লিপ্ত। রাজনীতিতে তাদের নেই কোনো বিশেষ প্রভাব। এরই ছাপ দেখা যায় সংখ্যালঘু পাড়াগুলোর ভগ্নদশায়। পাকিস্তানের খ্রিস্টানদের উল্লেখযোগ্য একাংশের বাস লাহোরে। নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগের পাঞ্জাব কার্যালয়, যেখানে তার এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে সুপরিচিত খ্রিস্টানপাড়া বাহার কলোনি, সেখানে অন্তত ২০ হাজার খ্রিস্টান রয়েছে। একই শহরের যে আসনে নওয়াজ নির্বাচন করতেন (এনএ-১২০), সেখানেও আছে প্রায় ১৫ হাজার খ্রিস্টান। এই দুটিকে নিঃসন্দেহে লাহোরের সবচেয়ে দরিদ্র এলাকার কাতারে ফেলা যায়। মূলত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পেশায় থাকা লাহোরের এই খ্রিস্টান কমিউনিটিতে বিপুল দারিদ্র্য। তাদের এলাকা থেকে নির্বাচিত 'প্রতিনিধি' দেশটিতে তিন দফা প্রধানমন্ত্রী হলেও পরিস্থিতির হেরফের হয়েছে সামান্যই। লাহোরে জাতীয় পরিষদের ১৩টি আসনে খ্রিস্টান ভোটার আছে প্রায় তিন লাখ। কমবেশি তাদের অবস্থা একই রকম।

পাকিস্তানে খ্রিস্টানরা যেমন মুখ্যত পাঞ্জাবকেন্দ্রিক, হিন্দুরা তেমনি প্রধানত সিন্ধুকেন্দ্রিক। সিন্ধুতে অন্তত এমন ১০টি জেলা রয়েছে, যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ১০ হাজারের ওপরে। কিন্তু খ্রিস্টান ও হিন্দু সংখ্যালঘুরা যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন আকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সে কারণে তাদের মধ্যে কোনো সাংগঠনিক যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। ফলে রাজনীতিতে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত খ্রিস্টান বা হিন্দু জনপ্রতিনিধি অতি বিরল। সিন্ধুতে প্রচুর হিন্দু ভোটার সত্ত্বেও স্থানীয় প্রাদেশিক পরিষদে হিন্দু ধর্মীয় জনপ্রতিনিধি আছেন মাত্র একজন- ড. মহেশকুমার মালানি। ২০০৮ থেকে ২০১৩- তে তিনি জাতীয় পরিষদেও নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ব্রাহ্মণ মালানি পরিবারের অন্যরাও সিন্ধুর একমাত্র থারপারকার জেলা থেকে পূর্বেও নির্বাচন করেছেন এবং তা সম্ভব হয়েছে এখানে প্রায় ৭০ হাজারের মতো হিন্দু ভোটার থাকার কারণে। সিন্ধুর বাকি ২৮ জেলা বা দেশের অন্যত্র এ রকম আর ঘটার দৃষ্টান্ত নেই। কেন্দ্রে সর্বশেষ মন্ত্রিসভায় একজন হিন্দুকে (দর্শন লাল) নেওয়া হয়েছিল প্রায় দুই দশক পর। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদ একজন শিখকে সদস্য হিসেবে পায় (সরদার রমেশ সিং আরোরা) পাকিস্তানের স্বাধীনতার ৬৭ বছর পর, ২০১৩ সালে। অথচ শিখ ধর্মের উৎপত্তি আজকের পাকিস্তানে এবং এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা গুরু নানকের জন্ম পাঞ্জাবে। যদিও গত বছর দেশটিতে শুমারি শুরু হলে দেখা যায়, শুমারি ফর্ম থেকে শিখ ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 'মাইনরিটি' ভোট পেতে পাকিস্তানে প্রধান প্রধান সব রাজনৈতিক দলেই একটা 'মাইনরিটি শাখা' আছে। এরূপ শাখার নেতৃত্বে থাকেন সচরাচর পাকিস্তানি সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ। দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হলেও তাদের মনোনয়ন দিয়ে দল ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। ফলে এইরূপ 'মাইনরিটি' নেতাদের লক্ষ্য থাকে মূলত দল ক্ষমতায় গেলে 'মনোনীত' হয়ে প্রাদেশিক পরিষদ বা জাতীয় পরিষদে সদস্য হওয়া। যেহেতু এই রূপ মাইনরিটি নেতৃবৃন্দ মূলত মনোনীত হওয়াকেই নিয়তি ধরে নিয়েছেন, সে কারণে কার্যত তারাও সংখ্যালঘুদের বাস্তব স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন। তারা জানেন, নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের জবাবদিহির কোনো প্রয়োজন নেই। এ অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছে পারভেজ মোশাররফের আমলের এক সাংবিধানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় বিশ্বে অনেক সময়ই সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় এসে বৈধতার আবহ তৈরি করতে এমন কিছু রাজনৈতিক সংস্কার করেন, যা বেসামরিক রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে করে মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানেও জেনারেল মোশাররফ ২০০২ সালে রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে নিয়ম করেছিলেন ('চিফ এক্সিকিউটিভ অর্ডার নং ১৫') সাধারণ আসনে ভোট দেওয়া এবং প্রার্থী হওয়ার বাইরেও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যালঘুদের ('আহমদি' ব্যতীত) জন্য কিছু সংরক্ষিত আসন থাকবে। এইরূপ সংরক্ষণ সুবিধা বণ্টিত হবে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে। জাতীয় পরিষদে এইরূপ সংরক্ষিত আসন আছে ১০টি। সিনেটে আছে চারটি। প্রদেশগুলোতেও সংরক্ষিত রয়েছে। পাঞ্জাবে আছে আটটি, সিন্ধুতে নয়টি। বস্তুত এইরূপ সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হতেই বড় বড় রাজনৈতিক দলে সংখ্যালঘু কিছু নেতা শামিল আছেন। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক দাঁড়িয়েছে, সাধারণ আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে মনোনয়ন দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো এখন একদম কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, সংরক্ষিত আসনের পার্লামেন্ট সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্যের মধ্যে ব্যবধান যে কত বিশাল, তা বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় সবারই জানা।

সংরক্ষিত আসনের আরেকটি কুফল দাঁড়িয়েছে, এসব কোটায় যারাই এমপি হচ্ছেন তারা উচ্চ বর্ণীয় সমাজের সদস্য। দলগুলোর নেতৃত্বকে প্রভাবিত করার মতো অর্থ ও সামাজিক যোগাযোগ নিজ নিজ কমিউনিটিতে শুধু তাদেরই আছে। গরিব হিন্দু বা খ্রিস্টান কেউ-ই দলগুলোর রাজনীতিতে শরিকও হতে পারছে না এবং সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হওয়াও তাদের ভাগ্যে জুটছে না। অথচ সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই তারা। যেমন, পাকিস্তানের হিন্দু সমাজে সিডিউল কাস্টই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সর্বশেষ নির্বাচন শেষে যে ২০-২১ জন হিন্দু নানা পরিষদে সদস্য হয়েছেন, তার মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন 'নিম্নবর্ণ' হিন্দু। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের এ অবস্থা ১৯৪৭-এর আগস্টের তিন মাস পূর্বে দেওয়া এমএ জিন্নাহর ঐতিহাসিক সেই অঙ্গীকারের সঙ্গে খাপ খায় না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যখন তিনি বলেছিলেন- 'পাকিস্তানে জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যালঘুদেরও সব নাগরিক অধিকার থাকবে।' এই প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের 'অচ্ছুৎ সমাজ'-এর বহু নেতা ভারতের পৃষ্ঠা ৫

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের নিন্দা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, নির্মল রোজারিও, জয়ন্ত সেন দীপু, মঞ্জু ধর ও জয়ন্তী রায় এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ও এ্যাড. তাপস কুমার পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্য পাঠের পর নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত বছর ২৩ নভেম্বর বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ এক রিট আবেদনে প্রদত্ত রায়ে বলেছেন, পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধান আইনের চোখে কোন সংবিধানই নয়, কারণ জনপ্রতিনিধিরা এই সংবিধান করেননি। ১৯৫৬ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধান বাতিল করে একজন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরশাসক ১৯৬২ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। সুতরাং শত্রু সম্পত্তি আইন, যা অবৈধ সংবিধানের আওতায় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি. ১৯৬৫ ও ১৯৬৯-এর ১ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে জারি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের ৪৫ নম্বর আইন দ্বারা সেটিকে চলমান রাখা ছিল ঐ অবৈধ আইনের নামের পরিবর্তন মাত্র। ১৯৭৪ সালে (জরুরি আইনের ধারাবাহিকতা) (বাতিল) আইন পাশ করাটিও ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল। প্রকৃতপক্ষে আইনের দৃষ্টিতে তা ভুল হলেও বাস্তবে ছিল পাকিস্তানি আমলের অনুসৃত সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া স্বাধীন বাংলাদেশেও অব্যাহত রাখার আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত মাত্র।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এ ঐতিহাসিক ভুলের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে ভূমির অধিকার হরণের দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে একতরফা অবর্ণনীয় অত্যাচার, হয়রানি ও সীমাহীন দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তা আপনারা জানেন। এর বিরুদ্ধে পরিচালিত মানবাধিকার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অবশেষে শেখ হাসিনার সরকার গত ২০০১ সনের ১৬নং আইনমূলে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করে যা ঐ বছরের ১১ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তি বাংলাদেশি মূল মালিক বা তার বাংলাদেশি উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশি স্বার্থাধিকারী-র কাছে প্রত্যর্পণ-ই ছিল এ আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০০১ সালে প্রণীত এই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে অকার্যকর করে রাখা হয়। ২০০৮ সনের নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকার গঠিত হওয়ার পর তাঁরই আন্তরিক উদ্যোগে ২০১১ থেকে ২০১৩ ইং সনের মধ্যে আরো ৪টি সংশোধনী ২০০১ সালের মূল আইনে এনে একে অধিকতর ইতিবাচক করা হয়। এতে যে সব মালিকের কাছে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হবে তাকে অধিকতর সম্প্রসারিত করে বলা হয়, 'মালিক' অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে সেই মূল মালিক বা তার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহঅংশীদার যিনি বা যারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রয়েছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, এ সব সংশোধনী আইন প্রণয়নকালে তাকে কিভাবে গণবিরোধী আইনে পরিণত করা যায় তার জন্যে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তও আমরা দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করেছি। এ চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালের সংশোধনী আইনে 'খ' তফসিল সংযুক্ত করা হয়, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে আইনবিরোধী। পরবর্তীতে তা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিলুপ্ত হয়। ২০১৩ সনের সংশোধনী আইনে 'খ' তফসিল বিলুপ্তি, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশেষ বিধানে বলা হয়, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ' (২য় সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হবার সংগে সংগে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত 'খ' তফসিল বাতিল হবে এবং তা এমনভাবে বাতিল হবে যেন, উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কখনোই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়নি। এরপরেও আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ ২০১৩ সনের ৪৬নং আইন ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হবার পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরো তিন বার আইনের সংশোধনীর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের জন্যে উত্থাপিত হয় যা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক লিখিত বক্তব্যে বলেন, এরপরেও আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত থেমে থাকেনি। আমাদের জানা মতে, ২০১৩-পরবর্তী এ সুদীর্ঘ সময়ে 'খ' তপসিলভুক্ত জমির খাজনা পরিশোধে, নামজারীর ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তারা ভুক্তভোগীদের অব্যাহতভাবে হয়রানি করে চলেছে। আবার অন্যদিকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিধানানুযায়ী 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন সরকারি হিসাবানুযায়ী ট্রাইব্যুনালে জমা পড়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার। এর মধ্যে বিগত ৫ বছরে নিস্পত্তি হয়েছে আনুমানিক মাত্র ১০ হাজার। ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত 'ধীরগতি' অব্যাহত থাকলে ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের আবেদনের সুরাহা হতে আরো অর্ধশত বছর অপেক্ষা করতে হবে। পরন্তু দেখা যাচ্ছে, আইনের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালে চূড়ান্ত নিস্পত্তির পরেও জেলা প্রশাসকরা হাইকোর্টে রিট করার ধুয়া তুলে বছরের পর বছর ধরে ডিক্রি বাস্তবায়ন করেনি। মুল আইন প্রণয়নের সুদীর্ঘ ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও কোন ভুক্তভোগীর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হয়েছে তার কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই। বরং যা আছে তা' হলো অর্বণনীয় হয়রানী। এক্ষেত্রে মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ-র ইতোমধ্যে নিস্পত্তিকৃত রিট আবেদনের (রিট পিটিশন নং-৮৯৩২/২০১১) রায় উল্লেখ্য যেখানে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, 'আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় এবং যে সকল ক্ষেত্রে সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। সরকার যেহেতু এই আইন প্রণয়ন করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুতরাং রিট করা হবে-এ অজুহাতে বা অন্য কোন অজুহাতে বা অন্য কোন প্রকারে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোন রকম বিলম্ব না করার জন্যে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।'

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এরই মধ্যে গত ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-র ২২(৩) ধারার বিধান বিদ্যমান থাকাবস্থায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্মারকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের উপর্যুক্ত নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসকগণ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে আইন ও বিচারবিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করছে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধিবর্হিভূতভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে প্রস্তাব প্রেরণ করায় আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ না থাকায়, মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে সলিসিটর অনুবিভাগে কোন প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্যে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।' লক্ষ্যণীয়, এ পরিপত্র জারির ২২ দিনের মাথায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব ড. ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রেরিত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে, যার অনুলিপি দেয়া হয়েছে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের কাছে। এতে বলা হয়েছে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত পরিপত্রের 'বিষয়টির আইনি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।' আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে চাই, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টির আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের এ হলো আপাতঃ সর্বশেষ পদক্ষেপ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধা সৃষ্টিকারী মহলের অব্যাহত চক্রান্ত সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু আন্তরিক হস্তক্ষেপের দাবিতে মাঠপর্যায়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঐক্য পরিষদ এবং এরই অংশ হিসেবে আগামি ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুক্রবার সারা দেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সকল সংগঠনের সমন্বয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় এ কর্মসূচি পালিত হবে ঐদিন সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তে জিন্নাহকে বেছে নিয়েছিলেন। যাদের একজন বরিশালের যোগেন মণ্ডল হয়েছিলেন দেশটির প্রথম আইনমন্ত্রী। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদে পরপর দু'বার অন্তত ডেপুটি স্পিকার হয়েছিলেন খ্রিস্টান সমাজের দু'জন। এখন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অমুসলিমদের বাছাই কল্পনাও করা যায় না।

তবে খ্রিস্টান, হিন্দু বা শিখদের চেয়েও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে করুণ অবস্থা আহমদিদের। তাদের ক্ষেত্রে বিধান করা হয়েছে, নিজেদের অমুসলিম পরিচয় মেনে নিয়ে (এক ধরনের সনদপত্রে স্বাক্ষর করে) ভোটার হতে হবে। যেহেতু আহমদিয়ারা এইরূপ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি, সে কারণে জাতীয় নির্বাচন থেকে স্থানীয় সব নির্বাচনেও দশকের পর দশক তারা প্রতিনিধিত্বহীনই থাকছে। এটা পুরো দেশের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য পাঞ্জাবের ছোট্ট শহর চেনাব নগরের ক্ষেত্রেও, যেখানে জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশই আহমদি। বস্তুত পাকিস্তানজুড়ে জনসংখ্যার বিপুল একাংশকে এভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রেখেই কার্যত এবারও সেখানে ভোটের উৎসব হলো।

[তথ্য সহায়তা : হেরাল্ড ও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম]

লেখক : দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক গবেষক

সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সিরাজগঞ্জ

॥ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ॥ অর্পিত সম্পতি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। ২৭ জুলাই সকালে জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখড়ার সামনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসুচি পালিত হয়। সিরাজগঞ্জ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাস সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পুজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. বিমল কুমার দাস, সিরাজগঞ্জ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. ইন্দ্রজিৎ সাহা, সিরাজগঞ্জ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবেক সরকারি আইনজীবী এ্যাড. রণজিৎ মণ্ডল স্বপন, নির্বাহী সদস্য এ্যাড. কল্যাণ কুমার সাহা, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হীরক গুণ, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ আনন্দ সাহা, ইঞ্জিনিয়ার চন্দন কুমার পাল, সাধারণ সম্পাদক নরেশ চন্দ্র ভৌমিক, সাংগঠনিক সম্পাদক দিলীপ গৌর, গনসংযোগ সম্পাদক সুনীল দে, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুবল পোদ্দার, সদর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অশোক ব্যানার্জী, পৌর কমিটির সভাপতি দিলীপ সাহা, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সদর থানা কমিটির সভাপতি শুভ্র সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তারা অর্পিত সম্পতি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়ন এবং এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সমাবেশে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি ভুপাল চন্দ্র সাহা, যুগ্ম সম্পাদক সুকুমার সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক পরেশ মাহাতো, বীরেন দাস, জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক বিধান সরকার, গৌরাঙ্গ ঘোষ, সদস্যসচিব রিংকু কুণ্ডু, সদস্য সম্পদ দাশ, অনিক কুণ্ডু, সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানিক সরকার, শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপুল রাহাসহ জেলা, থানা ও পৌর কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী

॥ পটুয়াখালী প্রতিনিধি ॥ গত ৩১ জুলাই মঙ্গলবার পটুয়াখালী জেলা শহরের নতুন বাজার আখড়া বাড়ি চত্বরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মংথান তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, শিশু রঞ্জন পাল, গান্ধি রঞ্জন দাস প্রমুখ।

পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল জেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পটুয়াখালী লঞ্চঘাট চত্বরে এসে শেষ হয়।

গাজীপুরে আদিবাসী নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে সমাবেশ

গাজীপুরে প্রতিবাদ সমাবেশ ছবি : পরিষদ বার্তা

॥ গাজীপুর প্রতিনিধি ॥

গাজীপুরের বাউপাড়া এলাকায় এক অদিবাসী নারীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে। ৯ জুলাই বিকালে সিটি কর্পোরেশনের বাউপাড়ার ভিম বাজার এলাকায় স্থানীয় উদয়ন যুবসংঘের উদ্যোগে এ প্রতিবাদ সমাবেশে তাজের সিকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাউল্লা মণ্ডল। অনন্ত কিশোর বর্মণের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, মুক্তিযোদ্ধা খালেকুজ্জামান, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি সঞ্জিত কুমার মল্লিক, মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপালী চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় নেত্রী শ্যামলী মুখার্জী প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষক হামিদুলকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

যশোরে মন্দির ও শ্মশানের জায়গা দখলের প্রতিবাদ

॥ যশোর প্রতিনিধি ॥

গত ২৩ জুলাই সোমবার দুপুরে যশোরে মহাকালঘাট শ্মশান মন্দির কমিটির আয়োজনে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় জনগণ। মানববন্ধন চলাকালে বক্তারা বলেন, দুই শত বছরের পুরাতন মন্দির ও শ্মশানঘাট-এর ভূমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে এই এলাকার ফজলুল হকের পরিবার। ওই পরিবারের মালিক ফজলুল হক ১৯৭৭ সালে জমিটি জালিয়াতি করে নিজের নামে করে নেয়। এ বিষয়ে এলাকাবাসী জানার পর তারা আদালতে মামলা করে। এ মামলায় এলাকাবাসী জিতে যায়। ইতোমধ্যে ফজলুল হক মারা গেলে পরবর্তীতে তার পরিবারের সদস্যরা ওই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করে। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মহাকালহাট শ্মশান মন্দির কমিটির সভাপতি নিমাই দত্ত, নওয়াপাড়া পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল গফফার বিশ্বাস, ব্যবসায়ী শফি কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক মোল্লা প্রমুখ।

যশোরে মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা

বরিশাল

॥ বরিশাল প্রতিনিধি ॥

বরিশাল নগরীর সদর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার শতবছরের প্রাচীন দুর্গা মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ভূমিদস্যুদের কবল থেকে রক্ষার দাবিতে ২৩ জুলাই সোমবার সকালে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও সমাবেশে বক্তারা বলেন, সদর উপজেলাধীন বগুড়া আলেকান্দা মৌজার ৯.৯ শতক দেবোত্তর ভূমি শ্রী শ্রী দুর্গামাতা ঠাকুরানীর নামে দান করা হয়। মন্দিরের সেবাইত হিসেবে হেমশঙ্কর বিশ্বাসকে নিযুক্ত করা হয়। কৌশলে সেবাইত হেমশঙ্কর বিশ্বাস আরএস খতিয়ানে উল্লিখিত দেবোত্তর ভূমিকে দখলসূত্রে দাবি করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নতুন এসএ খতিয়ান সৃষ্টি করে তার স্ত্রী বাসন্তী বিশ্বাসকে দান করেন। দেবোত্তর সম্পত্তি আইনে যা সম্পূর্ণ বে-আইনি। বক্তারা আরও বলেন, ওই ভিত্তিহীন দলিল ও কাগজপত্রের মাধ্যমে অতিসম্প্রতি বাসন্তী বিশ্বাস মহিউদ্দিন নামের এক প্রবাসীর কাছে মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি থেকে ৭.৫ শতক বিক্রি করে আত্মগোপন করেন। বক্তারা দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সমাবেশে আশীষ কুমার দাশগুপ্তর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, নিরঞ্জন মিস্ত্রি, আকুল কৃষ্ণ পাল, মুকুল কর্মকার, অপূর্ব অপু প্রমুখ।

গৌরনদীতে কালী প্রতিমা ভাংচুর

॥ বরিশাল প্রতিনিধি ॥

বরিশালের গৌরনদী উপজেলা সদরে চরগাধাতলী এলাকায় সার্বজনীন শ্রীশ্রী তাঁরা মায়ের মন্দিরের (কালী মন্দিরের) কালী প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে ৮ জুলাই রোববার। খবর পেয়ে পরদিন গৌরনদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুর রব হাওলাদার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় মন্দিরের পুরোহিতের ছেলে শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

গৌরনদী থানার ওসি মুনিরুল ইসলাম বলেন, কালী প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে পুলিশ। তদন্ত সাপেক্ষে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ দেবনাথ শাওন জানান, মন্দিরের পুরোহিত শঙ্কর চক্রবর্তী প্রতিদিন দুপুরে ও সন্ধ্যায় এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী সকালে মন্দিরে পূজা-অর্চনা করে আসছেন। শঙ্কর চক্রবর্তী ৯ জুলাই সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনা শেষে মন্দিরে তালা দিয়ে বাসায় যান। পরদিন সকালে শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী মন্দিরে পূজা করতে এসে দেখতে পান, মন্দিরের পেছনের বেড়ার ওপরের টিন কাটা ও কালী প্রতিমার মাথা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিচে পড়ে আছে।

শ্রীশ্রী তাঁরা মায়ের মন্দিরের (কালী মন্দির) কালী প্রতিমা ভাংচুর করার বিষয়ে বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর

॥ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরবিশ্বনাথ গ্রামে হরগৌরী বাড়িতে ১১ জুন রোববার রাতে ধর্মদেব ও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এই ভাংচুর চালানো হয়। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের দরজা-জানালাও ভেঙে ফেলেছে।

১১ জুন মন্দিরে ঢুকে ভাংচুর চালানো হয়, প্রতিমা ভাঙ্গা হয় কিন্তু পুলিশ ২৭ জুলাই পর্যন্ত মামলা গ্রহণ করেনি বলে বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ অভিযোগ করেছে।

চরবিশ্বনাথ গ্রামে হরগৌরী বাড়ির ধর্মদেব ও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মণ্ডল জানান, ১১ জুন গভীর রাতে আখড়ায় মন্দিরের ভেতরে ঢুকে ধর্মদেবের প্রতিমা এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এসময় মন্দিরের মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করা হয়েছে।

মন্দিরের সেবায়েত সরস্বতী বাড়ৈ বলেন, আমি ১১ জুন সন্ধ্যা ৭টায় মন্দিরের গেট ও দরজা বন্ধ করে বাড়িতে ঘুমাতে যাই। পরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় পূজার জন্য মন্দিরে এসে দেখি জানালা ভাঙা, ধর্মদেব ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের মাথা ভাঙা। পরে সবাইকে ডেকে মন্দিরে আসতে বলি। খবর পেয়ে সিরাজদিখান থানা পুলিশ ও এলাকার বিভিন্ন দলের নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

কোটালিপাড়ায় উল্টোরথ অনুষ্ঠানে হামলা

॥ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়া উপজেলায় জগন্নাথ দেবের উল্টো রথযাত্রার অনুষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার তারাশী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রথযাত্রা উদযাপন কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ লাল সাহা বাদী হয়ে কোটালীপাড়া থানায় ৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও ১০/১৫ জনকে অজ্ঞাত করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার এজাহারভূক্ত আসামি হালিম শেখ (৪১) ও হাজী লিয়াকত আলীকে (৫৮) ওই রাতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এই হামলার প্রতিবাদে পরদিন সকাল থেকে কোটালীপাড়া উপজেলা সদরের বড় বাজার ঘাঘরের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। পরে উপজেলা চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিলে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠান খুলে দেন। পৃষ্ঠা ৭

মানিকগঞ্জে ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

॥ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

গত ৩০ জুন মানিকগঞ্জ জেলার প্রেসক্লাবের সামনে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ, স্থানীয় সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহিলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দিপালী চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি গীতা বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি লক্ষ্মী চ্যাটার্জী। মানববন্ধন শেষে নেতৃবৃন্দ নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে সব-ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা ধর্ষণকারীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানিকগঞ্জে ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা

‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতোই সংখ্যালঘুদের রক্ষায় যুদ্ধ চাই’

॥ পটুয়াখালী প্রতিনিধি ॥

মাদকের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সেইভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, লুটপাট, জমি দখলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, লুটপাট, জমি দখলের প্রতিবাদে গত ৪ জুলাই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বাউফল উপজেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক, উত্তম কুমার দাস প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

উপজেলা ঐক্য পরিষদ সভাপতি পূণ্য চন্দ্র মজুমদার-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় কালী বাড়ী চত্বরে এই পৃষ্ঠা ২

পটুয়াখালীর বাউফলে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ছবি : পরিষদ বার্তা

নওগাঁ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এডহক কমিটি গঠন

॥ নওগা প্রতিনিধি ॥

গত ১১ জুলাই দুপুরে নওগাঁ ঐতিহাসিক আখরা মন্দির প্রাঙ্গণে নওগাঁ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। পরে বিকেলে ওই একই স্থানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাড. নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল পিপি'র সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নওগাঁ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বের সাংগঠনিক চরম ব্যর্থতার প্রশ্ন তুলে এবং চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে সর্বসম্মতি ক্রমে বিদ্যমান কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। অপর দিকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন বর্ণিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কর্মকর্তারা হলেন- আহবায়ক– এ্যাড. পীযুষ কুমার সরকার, যুগ্ম আহবায়ক– অধ্যাপক প্রণব রঞ্জন বসাক, যুগ্ম আহবায়ক– অনিল কুমার, দপ্তর সম্পাদক– প্রতাপ চন্দ্র সরকার, কোষাধ্যক্ষ– বাবু দ্বীপেশ চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য– সাধন মজুমদার (এম.পি), চিত্ত রঞ্জন সাহা (বীরমুক্তিযোদ্ধা), এ্যাড. নিরঞ্জন কুমার সাহা, সৌমেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, মাধব কর্মকার, উদয় ইন্দু স্যান্যাল, স্বপন কুমার দত্ত (আত্রাই উপজেলা), কামদা কান্ত প্রামাণিক (রানীনগর উপজেলা), পরিমল রায়, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান (মান্দা উপজেলা), অবিনাশ মহন্ত (নিয়ামতপুর উপজেলা), সুদেব চন্দ্র সাহা (পোরশা উপজেলা), মন্মথ নাথ সাহা (সাপাহার উপজেলা), গৌতম দে (পত্নীতলা উপজেলা), রাম জনম রবিদাস (ধামুইরহাট উপজেলা), অরুণ চক্রবর্তী (বদলগাছী উপজেলা), অজিত কুমার মন্ডল (মহাদেবপুর উপজেলা)।

কোটালিপাড়ায় উল্টোরথ অনুষ্ঠানে হামলা

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

মামলার বিবরণে বলা হয়, উল্টোরথ উপলক্ষে রাতে তারাশী গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে শত শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রাত ৯ টার দিকে মামুন, মাসুদ, হালিম, হারুন, হেমায়েত, সরাফত, ওহাব, লিয়াকত ও মোহিনসহ আরো অজ্ঞাত ১০/১৫ জন লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রবেশ করে ভক্ত নারায়ণ দাস, শর্মী মণ্ডল, দিপালী মণ্ডল, মিতু মণ্ডল, শুভ সাহা, সীমান্ত বালাকে মারধর করে। এছাড়া মামুন দিপালী মণ্ডলের বাম হাতের ১ ভরি ওজনের সোনার রুলি কেড়ে নেয়। হামলাকারীরা চেয়ার ভাংচুর করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। তারা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়

৫ দফা

- কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।
- যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এসব দাবি পূরণের লক্ষে

সারা দেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সভা, সমাবেশ মানববন্ধন, লং মার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার।

নীলফামারীতে ঐক্য পরিষদের সম্মেলন

আত্মসমালোচনার সময় এসেছে ঃ আসাদুজ্জামান নূর
সাম্প্রদায়িক নির্যাতন মানা যায় না ঃ সুলতানা কামাল

॥ নীলফামারী প্রতিনিধি ॥

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নীলফামারী জেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে ৭৫- পরবর্তী সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ উল্টোপথে হাঁটার কারণে আজকের রাজনীতিও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, মানবিক বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালায়, তাদের জায়গা-জমি দখল করে– তারা কি আদৌ বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে বিশ্বাস করে?

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আজ আত্মসমালোচনার সময় এসেছে। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত অনেকে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

গত ৬ জুলাই জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। পবিত্র গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এ পবিত্র গ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করেন স্বপ্না রায়, উত্তম বড়ুয়া ও রেভারেন্ড দিবাকর মোল্লা। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপক পরিতোষ রায়। স্বাগত বক্তব্য ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন খোকা রায়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উত্তম রায়, এ্যাড. বাপ্পি ও এ্যাড. অক্ষয় রায়। আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন মৃণাল কান্তি রায়। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপ্না বিশ্বাস, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আফজাল রহমান।

আসাদুজ্জামান নূর ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে, ধর্মের নামে অপপ্রচার চালিয়ে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে পুঁজি করে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনীতি চলছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজকের প্রধানতম লড়াই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই। অথচ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা রাজনীতিতে, প্রশাসনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, করছে। নানাভাবে সরকারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

শেখ হাসিনাকে 'নিঃসঙ্গ যোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করে সংস্কৃতি মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যে সাহস, সততা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি আপোষহীনভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে, অথচ আমরা অনেকে সাহস করে সব সময় দাঁড়াই না।

সম্মেলনের উদ্বোধক সুলতানা কামাল স্বাধীন দেশে মানুষ নিজেকে কেন অনিরাপদ মনে করবে, অসহায় বোধ করবে এ প্রশ্ন তুলে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দলের সরকারের সময়েও কেন এ অবস্থা চলবে? তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন মেনে নেয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এ্যাড. সুলতানা কামাল বলেন, আপনি মাদার অব হিউম্যানিটি হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছেন কিন্তু আপনার দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার কেন হ্রাস পাচ্ছে তা আপনার অনুসন্ধানের সময় এসেছে।

প্রধান বক্তার ভাষণে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭ দফা ও নির্বাচনের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে দুর্বার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ লক্ষ্যে আগামি ২৮ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মহাসমাবেশে দলে দলে যোগদান করে একে সর্বাত্মক সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার
সভাপতি

এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে গত ২০ জুলাই মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিনার ড. আদর্শ সাইকা। বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি, হাজী মোঃ সেলিম এমপি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোহাম্মদ ওসমান গণি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শ্যামল কুমার রায়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী।

সম্মেলনে বক্তারা সরকার ও প্রশাসনের কাছে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখলকৃত ১৪ বিঘা দেবোত্তর ভূমি উদ্ধারের দাবি জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী দু'জনেই মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে গঠনমূলক আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

সম্মেলনে শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদারকে সভাপতি ও এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে মহানগরের ৮১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সহ-সভাপতিগণ হচ্ছেন এ্যাড. সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, মঙ্গল চন্দ্র ঘোষ, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, বাবুল দেবনাথ, নির্মল কুমার চ্যাটাজী এবং যুগ্ম সম্পাদকত্রয় হলেন রমেন মণ্ডল, ড. তাপস চন্দ্র পাল ও শুভাশিষ বিশ্বাস সাধন। প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিধান দাশগুপ্ত।

নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ১৩ জুলাই সকালে ঢাকায় মহানগর নাট্যমঞ্চে বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ, ঢাকা মহানগর কমিটির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। বক্তাগণ বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে নির্বাচন মানেই আতঙ্ক, নির্বাচন মানেই দুঃস্বপ্ন। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। যে সমাজে নির্বাচন মানেই আতঙ্ক, সে সমাজকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বলা যায় না।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি ব্রজ গোপাল দেবনাথ এবং সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। এছাড়া কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, জয়ন্ত সেন দীপু, মিলন কান্তি দত্ত, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. পরিমল চন্দ্র গুহ, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পী, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, স্থানীয় কমিশনার রঞ্জন বিশ্বাস ও আব্দুর রহমান নিয়াজী। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডল।

বক্তারা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঘোষিত জাতীয় ঐকমত্যের ৭ দফা বাস্তবায়ন, বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। তারা বলেন, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে হামলাকারী এবং জায়গা-জমি ও দেবোত্তর সম্পত্তি জবর দখলকারীদের বিচার করতে হবে। সভায় নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগর কমিটির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের ডাক

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গত ৮ জুলাই আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে আইবিস হোটেলে বেলা ৫ টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আয়ারল্যান্ড শাখার অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ঐক্য পরিষদ এবং ইউরোপীয় ঐক্য পরিষদের যৌথ সম্মতিতেই আয়ারল্যান্ড ঐক্য পরিষদ গঠিত হয় এবং এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে সমীর কুমার ধর এবং দীপন পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি মিস কীরণ ক্লিফোর্ড। সভার সভাপতিত্ব করেন কুমার বিজয়। সভায় প্রথমে বাংলাদশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং পবিত্র গীতাপাঠ ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়, এরপরই মোমবাতি জ্বালিয়ে সভার অনুষ্ঠান সূচনা করেন মিস কীরণ ক্লিফোর্ড। তিনি তার সুদীর্ঘ ৪৫ মিনিটব্যাপী বক্তব্যে তথ্যবহুল মানবাধিকার বিষয় নিয়ে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। পৃষ্ঠা ২

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২